দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUL. 4 . 1999

পৃষ্ঠা ... কলাম 7

266

স্বপ্ন, সঙ্কল্প ও অভিজ্ঞতার দিন যাপন

বিদেশের ক্যাম্পাসে এদেশের শিক্ষার্থীরা

নাইম, বাবু, আরিফ বাংলাদেশ থেকে গেলেও তিনজনই ছিল পরস্পরের অচেনা। কলকাতা থেকে ট্রেনে চেন্নাই যাবার পথে ওদের দেখা। তিনজনই চলেছে একই গন্তব্যে, একই উদ্দেশ্যে। ওরা সবাই ভর্তি হবে ভারতের চেন্নাই (মাদ্রাজ)-এর বিভিন্ন কলেজে।

আজকাল বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর বহু ছেলেমেয়ে ভারতে যাচ্ছে উচ্চশিক্ষা লাভের আশায়। এইচএসসি উত্তীর্ণ এসব ছেলেমেয়ে দেশে অপর্যাপ্ত শিক্ষা ব্যবস্থার শিকার। অনেকে দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লম্বা সেশনজট এড়াতে বেছে নিচ্ছে কাছের দেশ ভারতকে। আবার অনেকে আসন সংখ্যার স্বল্পতায় কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে ভর্তি হতে না পারায় পাড়ি দিচ্ছে, ভিনদেশে।

ভারতের বেশ কিছু শহরে দেখা যাবে নাইম, বাবু, আরিফের মতো অনেক ছেলেমেয়েকে। সাধারণভাবে প্রতিবছর ভারতীয় সরকারের স্কলারশিপ নিয়ে প্রায় শ'খানেক ছেলেমেয়ে ভারতে পড়তে যায়। তবে সে তুলনায় নিজেদের উদ্যোগে পড়তে যাওয়া ছেলেমেয়ের সংখ্যা অনেক বেশি।

দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু জটিলতা, মেধাগত প্রতিযোগিতার দৌড়ে বর্তমানে সবাই ভাল ছাত্রছাত্রী, এসএসসি, এইচএসসিতে প্রাপ্ত প্রচুর নম্বর নিয়েও একজন শিক্ষার্থী দেখা যায় উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় দেশের প্রখ্যাত সব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি না হতে পারার কষ্ট নিয়ে ফিরে আসে। যেন-তেন বিষয়ে ভর্তি হতে বাধ্য হয় আজীবন স্বপ্ন দেখা ছেলেটিও। ফলে যাদের সামর্থ্য আছে তারা পাড়ি জমায় বিদেশে। সাধারণ মধ্যবিত্তের কাছে কাছের বিদেশ ভারত। অবশ্য ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বিশাল দেশজুড়ে রয়েছে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

এই সঙ্কটকে পুঁজি করে ঢাকার অলিগলিতে গড়ে উঠেছে শিক্ষা বিষয়ক কনসাল্টিং ফার্ম। যারা ভর্তির তথ্য সরবরাহসহ ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, শিক্ষার্থীকে ভর্তি করার ব্যবস্থা করে দিতে সক্ষম বলে প্রচার করছে।

সাধারণত ভারতে পড়াশোনার ক্ষেত্রে বিবিএ, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রাধান্য দেখা যায়। এই পড়াশোনার জন্য পঞ্চাশ হাজার রুপী থেকে দেড়-দুই লাখ পর্যন্ত করে টিউশন ফী দিতে হয়। সরাসরি এসব প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করেও ভর্তি হওয়া যায়। সেইক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যেসব সমস্যা উদ্ভূত হয় এক্ষেত্রে তার সম্ভাবনা থাকে না।

ভারতের কলকাতা, ব্যাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, দিল্লী, পুনেসহ বিভিন্ন শহরে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে। শহরেই একটি বাসা ভাড়া করে তিন-চার জন ছেলে থাকছে। থাকছে হোস্টেলেও। দিব্যি মোটর সাইকেল চালিয়ে কলেজে যাচ্ছে আমাদের মেয়েরাও। এই বিষয়টি খুবই আনন্দ দেয় রোজিনাকে। রোজিনা পড়ছে দক্ষিণ

রেহানা পারভীন রুমা

ভারতের মহিশূর শহরে। তার ভাষায়, "এখানে মানুষ প্রয়োজনটাকেই প্রাধান্য দেয়। ঢাকায় একজন মেয়ে বাইক চালালে এক শ' জন তাকিয়ে থাকে। এখানে তত সময় কারও নেই।"

রোজিনার সাথে রয়েছে কেনিয়া, তানজানিয়া, ভারতসহ বেশ কিছু দেশের ছেলেমেয়েরা। তার মতে, "বিদেশে ভাল বন্ধুত্বই পড়াশোনার বাইরে একমাত্র সহায়। তবে নিজের দেশের ছেলেদের সম্পর্কে কিছুটা হতাশ সে। রোজিনা জানায়, "সম্প্রতি কিছু বাংলাদেশী ছেলে মহিশূরে পড়তে গিয়ে বেশ মস্তানী করে বেড়াচ্ছিল, উত্ত্যক্ত করছিল মেয়েদের। নিজের দেশের ছেলের এ অবস্থা দেখে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল আমার।"

রোজিনার মতে, "টাকা থাকলেই বিদেশে পড়তে যাবার মতো যোগ্যতা সবার থাকে না। তবে এদের সংখ্যা নিতান্তই কম।"

বাবু বিবিএ পড়ছে মাদ্রাজের একটি কলেজে। তার মতে, "এখানে আমরা নিশ্চিত যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই পাস করে দেশে ফিরে যাব। তাই বলে এটা ভাবা ঠিক না যে, এখানে ছাত্র রাজনীতি নেই। সবই আছে, শুধু এসবের চরিত্রটা আলাদা।"

ভারতে পড়তে আসার ব্যাপারে এদের একটাই বক্তব্য তা হলো, যারা নিজস্ব খরচে আসবে তারা যেন এখানকার প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে ভালভাবে জেনে আসে। কারণ অনেকেই এ ধরনের অবস্থার শিকার হয়েছে। মাসুদ পড়াশোনা করেছেন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর মতে, "বিদেশে পড়াশোনার বিষয় হিসাবে এমন কিছু বিষয় বেছে নেয়া উচিত যার মাধ্যমে পরবর্তীতে দেশে ফিরে ক্যারিয়ার তৈরিতে সমস্যা না হয়।" তিনি বলেন, "অনেকে পড়বার খাতিরে এত বেশি সফস্টিকেটেড বিষয় পড়াশোনা করে; পরবর্তীতে যার প্রয়োজনটা সঠিকভাবে হয় না। এমনও দেখা গেছে যে, সে পরবর্তীতে দেশে গিয়ে এমবিএ করে বাবার ব্যবসা দেখছে।"

এত কিছুর পরও বাড়ি ছেড়ে বিদেশ-বিভুঁইয়ের ক্যাম্পাসে কেমন আছে শিক্ষার্থীরা? রোজিনার মতে, "সব ভাল শুধু খাবার কষ্ট। সাম্বার, ইডলি, দোসা আর নারিকেল তেলে রাঁধা তরকারি খাওয়া যে কি কষ্টের, বলে বোঝানো যাবে না।"

নাইম, বাবু এবং আরিফ মাদ্রাজে ভাড়া বাসায় থাকে। ওদের কাছে ছুটির দিন মানেই নিজেদের রাঁধা ভুনা খিচুড়ি, মাংস। পড়াশোনার ফাঁকে হিন্দী ছবি কিংবা কোথাও ঘুরে আসা। সব মিলিয়ে ভালই কাটে সময়গুলো।

তাছাড়া এখানকার প্রতিষ্ঠানগুলো চলে নিজস্ব ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। বছরে কখন লম্বা ছুটি হবে, বাড়ি ফিরবে নাকি ভারতের অন্য শহরে কোন বন্ধুর বাড়িতে কাটিয়ে দেবে সব প্ল্যানই আগে করা থাকে। "তারপরও হঠাৎ বাড়ি থেকে ফোন, কিংবা একটা চিঠি পেলে মনটা কেমন যেন করে ওঠে। যত কাছেই হোক, বিদেশ তো।" বলল নাইম।